অনুসন্ধান
কিতাবুল মোকাদ্দস

একটি পূর্ণ অধ্যয়ন কিতাবুল মোকাদ্দস

অধ্যয়ন ইঞ্জিল শরীফ

দশম খণ্ড : ইফিষীয়

BACIB VERSION

গবেষণা, গ্রন্থনা ও সম্পাদনাঃ সামসুল আলম পলাশ (এম. টিএইচ)

প্রকাশক:

বিবলিক্যাল এইডস্ ফর চার্চেস এণ্ড ইনষ্টিটিউশনস্ ইন বাংলাদেশ (BACIB) এবং ইন্টারন্যাশনাল বাইবেল চার্চ (IBC)

Exploratory Kitabul Moqaddas (অনুসন্ধান কিতাবুল মোকাদ্দস)

Bible Text: BACIB VERSION KM

Copyright © Biblical Aids for Churches & Institutions in Bangladesh (BACIB) & International Bible Church (IBC)

Study materials are taken from: Various sources of published Study Bibles, Bible Handbooks and Commentaries.

List of the Various Sources:

- The NIV Study Bible, published by the Zondervan Corporation, 1985
- GNB Study Bible, published by United Bible Societes, 2001
- New Unger's Bible Handbook, published by LD, ABWE, 2001
- Halley's Handbook, published by Zondervan, 1961
- New Bible Commentary, published by Universities and Colleges Christian Fellowship, 1994
- New Testament Commentary, published by PCB, 2007
- Bijoy Study Bible, published by AOG, Bangladesh, 2006
- Life Application Study Bible, published by Tyndale House Publishers, Inc. and Zondervan Publishing House, 1988
- Kitabul Moqaddas Dictionary, published by BACIB, 2010

Research, Study, Translation, Editing and Rewriting: Shamsul Alam Polash (M. Th)

Co-translator: Joash Nitol Baroi, Samuel Alam Ricky, Bitu Bakshi

Graphics and Maps: Ruth Salome

This *Exploratory Kitabul Moqaddas* has been developed and Printed under the partnership program with Light Foundation Bangladesh.

Published by:

Biblical Aids for Churches & Institutions in Bangladesh (BACIB) & International Bible Church (IBC)

Road # 4, House # 12, Sector # 7, Uttara, Dhaka 1229

Phone and Email to Contact: 01789822058; contact@ibc-bacib.com; bacib321@gmail.com

Visit: www.ibc-bacib.com

BACIB | International Bible CHURCH

দশম খণ্ড : ইফিসীয়

ভূমিকা

পত্রখানির লেখক, তারিখ ও লেখার স্থান: লেখক হিসেবে পৌল নিজেকে পত্রের শুরুতেই চিহ্নিত করেছেন। সম্ভবত পত্রটি ইফিষসহ আরও কয়েকটি মণ্ডলীকে উদ্দেশ্য করে লেখা হয়েছিল। ৬০ খ্রীষ্টাব্দে রোমের কারাগারে বন্দী থাকার সময় তিনি কলসীয় ও ইফিষীয় দু'টি মণ্ডলীর জন্যই সম্ভবত দু'টি পত্র লেখেন।

উদ্দেশ্য: পত্রটি লেখার পেছনে পৌলের উদ্দেশ্য ছিল এই যে, তাঁর পাঠকরা যেন আল্লাহ্‌র প্রতি ঈমানে, মহব্বতে, জ্ঞানে ও প্রত্যাদেশে এগিয়ে যায়। তিনি একাগ্রভাবে কামনা করেছেন যেন তারা প্রভু ঈসা মসীহ্‌তে যথাযোগ্য জীবন যাপন করে। এ কারণে তিনি তাঁর উদ্দেশ্য ও অভিপ্রায় প্রকাশ করে মসীহ্‌তে আল্লাহ্‌র অনন্ত উদ্দেশ্যের পূর্ণতা প্রকাশ করতে চান, যেন মণ্ডলী ও এর সমস্ত সদস্যের ঈমান ও রূহানিক ভিত্তি সবল হয়।

পত্রটির গুরুত্ব: ইফিষীয় মণ্ডলীর কাছে লেখা পৌলের এই পত্রটি কিতাবুল মোকাদ্দসের অন্যতম প্রধান একটি কিতাব। পৌলের অন্যান্য পত্রগুলো যেমন বিভিন্ন বিষয়ের যুক্তি খণ্ডন কিংবা বিতর্কে ভরপুর, এখানে এর বিপরীতে আমরা দেখি পৌলের ব্যক্তিগত মুনাজাতশীল জীবন থেকে উৎসারিত এক প্রজ্ঞাপূর্ণ বাণী সঙ্কলন এবং নির্দেশনা। মসীহ্‌তে আল্লাহ্‌র উদ্দেশ্য ও আওতার বিষয়ে ধর্মতাত্ত্বিক উপলব্ধি লাভের জন্য অতীব গুরুত্বপূর্ণ এই পত্রটি।

পৌলের সময়ে ইফিষ নগরী: ইফিষ ছিল প্রেরিতিক যুগে পশ্চিম এশিয়ার সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ নগরী, যা বর্তমানে তুরস্ক নামে পরিচিত। এই নগরীতে একটি চমৎকার পোতাশ্রয় ছিল এবং নগরীটি ছিল বাণিজ্যপথের সংযোগ স্থল; সে কারণে ইফিষ অন্যতম প্রধান একটি বাণিজিক নগরে পরিণত হয়েছিল। রোমীয় দেবী দীয়ানার (গ্রীক *আর্তেমিস*) একটি সুবিশাল মন্দিরের জন্য নগরীটি সু-প্রসিদ্ধ ছিল। প্রায় তিন বছর পর্যন্ত পৌল ইফিষকে তাঁর তবলিগের কেন্দ্র হিসেবে ব্যবহার করেছিলেন এবং স্পষ্টত এখানকার মণ্ডলী এ কারণে অধিক উৎকর্ষতা লাভ করেছিল।
এখানে ২৪,০০০ লোক বসতে পারে এমন বড় এক এমফিথিয়েটার ছিল যেখানে নাটক ও থিয়েটার অনুষ্ঠিত হত। প্রেরিত ১৮:১৯-২১ আয়াত অনুযায়ী জানা যায় যে, পৌল প্রথম বারের মত সেখানে যান তাঁর দ্বিতীয় তবলিগ যাত্রার সময়ে এবং তাঁর তৃতীয় তবলিগ যাত্রার সময়ে সেখানে আবার এসে (প্রেরিত ১৯:১) দু'মাসের বেশি সময় থাকেন। ১ করিন্থীয় লেখা হয়েছিল ইফিষ থেকে (১ করিন্থীয় ১৬:৮), সেখানে তাঁর বিরুদ্ধে এতই বিরোধিতা করা হয়েছিল যে, তিনি তাকে "বুনো জানোয়ারদের সঙ্গে" লড়াই করার তুলনা করার কথা বলেছেন (১ করিন্থীয় ১৫:৩২)।

পত্রখানি লেখক ও কলসীয়দের সঙ্গে তাঁর সম্পর্ক: এ পত্রখানিটি যে পৌলের লেখা (১:১; ৩:১) প্রাচীন কাল থেকেই এমন দাবি করা হচ্ছে। তাই এটিকে বিনা তর্কেই কিতাবুল মোকাদ্দসে স্থান দেয়া হয়েছে। যাহাক, আজকাল ঐ দাবি কেউ কেউ প্রত্যাখান করতে চান। এ পত্রটির মধ্যে কলসীয়দের কাছে পৌলের লেখা পত্রটির প্রায় তিন ভাগের এক ভাগের সঙ্গে মিল দেখতে পাওয়া যায়। ঐ মিলের বিষয়টি ও সেই সাথে পৌলের অন্যান্য পত্র থেকে লেখার ধরন ও বিষয়বস্তুর পার্থক্য থেকে অনেকে মনে করেন "ইফিষীয় পত্রখানি" হয়তো পৌলের কোন শিষ্য লিখে থাকবেন। অবশ্য এই যুক্তির পিছনে জোরালো কোন প্রমাণ নেই।
এই পত্রখানি যখন পৌল লিখেছেন তখন (দেখুন ১:১; ৩:১) তিনি বন্দী ছিলেন (৩:১; ৪:১; ৬:২০), সম্ভবত রোমে তিনি যখন গৃহবন্দী ছিলেন (প্রেরিত ২৮:১৬-৩১) অথবা সিজারিয়ায় যখন জেলে ছিলেন (প্রেরিত ২৩:৩১-২৬:৩২) বা অন্য কোন শহরে (২ করিন্থীয় ১১:২৩)।

মূল আয়াত: "দেহ এক এবং পাক-রূহ্‌ও এক– যেমন তোমরা তোমাদের আহ্বানের একই প্রত্যাশায় আহ্বান লাভ করেছ। প্রভু এক, ঈমান এক, বাপ্তিস্ম এক, সকলের আল্লাহ্‌ ও পিতা এক, তিনি সকলের উপরে, সকলের কাছে ও সকলের মধ্যে আছেন" (৪:৪-৬)।

প্রধান প্রধান লোক: হযরত পৌল, তুখিক

প্রধান স্থানসমূহ: ইফিষ

রূপরেখা:
(ক) ভূমিকা ও শুভেচ্ছা – ১:১-২
(খ) মসীহ্‌ এবং মণ্ডলী – ১:৩-৩:২১
  ১. ঈসা মসীহে আল্লাহ্‌র পরিকল্পনার পূর্ণতা লাভ

BACIB
International Bible CHURCH

(১:৩-১৪)
২. ইফিষীয়দের জন্য হযরত পৌলের মুনাজাত (১:১৫-২৩)
৩. মৃত্যু থেকে জীবন লাভ (২:১-১০)
৪. ঈসা মসীহে ইহুদী ও অ-ইহুদী সকলেই এক (২:১১-২২)
৫. হযরত পৌলের উপর অ-ইহুদীদের পরিচর্যার ভার (৩:১-১৩)
৬. ইফিষীয়দের জন্য হযরত পৌলের মুনাজাত (৩:১৪-২১)

(গ) মসীহে নতুন জীবন – ৪:১-৬:২০
১. ঈসা মসীহের দেহে এক হওয়া (৪:১-১৬)
২. পুরানো জীবন ও নতুন জীবন (৪:১৭-২৪)
৩. নতুন জীবনের জন্য নিয়ম (৪:২৫-৩২)
৪. পুরানো জীবনের পথ পরিহার করা (৫:১-২১)
৫. স্বামী-স্ত্রীর জন্য শিক্ষা (৫:২২-৩৩)
৬. ছেলেমেয়ে ও পিতা-মাতার জন্য শিক্ষা (৬:১-৪)
৭. গোলাম ও মালিকের জন্য শিক্ষা (৬:৫-৯)
৮. ধর্ম-যুদ্ধের সাজ-পোশাক ও অস্ত্রশস্ত্র (৬:১০-২০)
(ঘ) শেষ কথা ও দোয়া – ৬:২১-২৪

মসীহ্‌তে আমাদের প্রকৃত পরিচয়

আমরা ধার্মিক (আমরা আর গুনাহ্‌র দোষে দোষী নই)	রোমীয় ৩:২৪
আমাদের জন্য কোন শাস্তি অপেক্ষা করছে না	রোমীয় ৮:১
আমরা শরীয়ত থেকে মুক্ত হয়েছি যা মৃত্যু ডেকে আনে	রোমীয় ৮:২
আমরা ঈসা মসীহ্‌তে পবিত্রীকৃত ও গ্রহণযোগ্য হয়েছি	১ করিন্থীয় ১:২
আমরা মসীহ্‌তে ধার্মিক ও পবিত্র হয়েছি	১ করিন্থীয় ১:৩০
পুনরুত্থানের মধ্য দিয়ে আমরা জীবিত হয়ে উঠব	১ করিন্থীয় ১৫:২২
আমরা নতুন সৃষ্টি	২ করিন্থীয় ৫:১৭
আমরা আল্লাহ্‌র ধার্মিকতা ধারণ করেছি	২ করিন্থীয় ৫:২১
অন্য সকল ঈমানদারের সাথে আমরা মসীহ্‌তে এক হয়েছি	গালাতীয় ৩:২৮
আমরা মসীহ্‌তে সকল রূহানিক দানের রহমতপ্রাপ্ত হয়েছি	ইফিষীয় ১:৩
আমরা পবিত্র ও নির্দোষ	ইফিষীয় ১:৪
আমাদেরকে আল্লাহ্‌র সন্তান বলে গ্রহণ করা হয়েছে	ইফিষীয় ১:৫,৬
আমাদের গুনাহ্ তুলে নেওয়া হয়েছে এবং আমাদেরকে ক্ষমা করা হয়েছে	ইফিষীয় ১:৭
আমাদেরকে পাক-রূহের মধ্য দিয়ে আল্লাহ্‌র লোক বলে চিহ্নিত করা হয়েছে	ইফিষীয় ১:১০,১১
মসীহের সাথে গৌরবান্বিত হওয়ার জন্য আমাদেরকে গড়ে তোলা হয়েছে	ইফিষীয় ১:১৩
আমরা আল্লাহ্‌র হাতের শিল্পকর্ম	ইফিষীয় ২:১০
আমাদেরকে আল্লাহ্‌র কাছে আনা হয়েছে	ইফিষীয় ২:১৩
আমরা মসীহের মধ্য দিয়ে তাঁর রহমতের ওয়াদার সহভাগী	ইফিষীয় ৩:৬
আমরা স্বাধীনভাবে ও আত্মবিশ্বাসের সাথে আল্লাহ্‌র উপস্থিতিতে আসতে পারি	ইফিষীয় ৩:১২
আমরা মসীহের দেহরূপ মণ্ডলীর সদস্য	ইফিষীয় ৫:২৯,৩০
মসীহ্‌তে আমাদেরকে পরিপূর্ণ করা হয়েছে	কলসীয় ২:১০
আমরা আমাদের গুনাহ্‌পূর্ণ স্বভাব থেকে মুক্ত হয়েছি	কলসীয় ২:১১
আমরা অনন্তকালীন মহিমায় ভূষিত হয়েছি	২ তীমথি ২:১০

মসীহ্‌কে গ্রহণের আগে ও পরে আমাদের জীবন

মসীহ্‌কে গ্রহণের আগে	*মসীহ্‌কে গ্রহণের পরে*
গুনাহ্‌র কারণে মৃত	মসীহ্‌তে পুনরুত্থান লাভ
আল্লাহ্‌র ক্রোধের পাত্র	আল্লাহ্‌র দয়া ও অনুগ্রহের পাত্র
দুনিয়ার মত অনুসারে চালিত হওয়া	মসীহ্ ও তাঁর সত্যের স্বপক্ষে দৃঢ় অবস্থান গ্রহণ
আল্লাহ্‌র শত্রু	আল্লাহ্‌র সন্তান
শয়তানের গোলামীতে আবদ্ধ	মসীহের ভালবাসায় স্বাধীন
মন্দ চিন্তা ও আকাঙ্ক্ষার বশবর্তী	মসীহের সাথে মহিমা ও গৌরবে পুনরুত্থিত

ঈমানদারদের ঐক্য

ঐক্যবদ্ধ হওয়ার মাধ্যম	*যেভাবে এই ঐক্য অনুভূত হয়*
দেহ	ঈমানদারদের সহভাগিতা, মসীহের দেহরূপ মণ্ডলী
রূহ্	পাক-রূহ্, যিনি এই সহভাগিতাকে কার্যকর করেন
আশা	যে গৌরবময় ভবিষ্যতের জন্য আমরা আহূত হয়েছি
প্রভু	মসীহ্, যাঁর কাছ থেকে আমরা অনন্ত জীবন লাভ করেছি
ঈমান...	মসীহের প্রতি আমাদের একমাত্র দায়বদ্ধতা
বাপ্তিস্ম	মণ্ডলীর সহভাগিতায় প্রবেশের চিহ্ন
আল্লাহ্	আমাদের পিতা, যিনি আমাদেরকে অনন্ত জীবন দানের জন্য নির্বাচিত করেছেন

আমাদের জন্য আল্লাহ্‌র যুদ্ধের সাজ-পোশাক

সাজ-পোশাক	*প্রকৃত অর্থ*	*প্রয়োগ*
কোমরবন্ধনী	সত্য	শয়তান আমাদের সাথে লড়াই করে মিথ্যা নিয়ে এবং অনেক সময় তার মিথ্যাগুলো সত্যের মত শোনায়। কিন্তু আল্লাহ্‌র সত্যের সাহায্যে ঈমানদাররা মিথ্যাকে প্রতিহত করতে পারে।
বুকপাটা	ধার্মিকতা	শয়তান অনেক সময় আমাদের অন্তরকে আক্রমণ করে, যেখানে থাকে আমাদের অনুভূতি, আত্মমর্যাদা এবং আস্থা। আল্লাহ্‌র ধার্মিকতা দিয়ে আমরা সব সময় নিশ্চিত থাকতে পারি যে, তিনি আমাদেরকে ভালবাসেন এবং তাঁর পুত্রকে আমাদের জন্য পাঠিয়েছেন যেন তিনি মৃত্যুবরণ করেন।
জুতা	শান্তির ইঞ্জিল তবলিগের জন্য প্রস্তুতি	শয়তান চায় যেন আমরা ভাবি যে, অন্যদের কাছে সুসমাচার বা ইঞ্জিল তবলিগ করা অর্থহীন কাজ, এই কাজ অনেক বড় এবং তাতে নেতিবাচক উত্তরই আসবে। কিন্তু এই প্রস্তুতির জুতা পরার মাধ্যমে আমরা আল্লাহ্‌র মহান সত্য ও শান্তির সুসমাচার প্রত্যেকের কাছে পৌঁছে দেওয়ার জন্য সক্ষম হব।
ঢাল	ঈমান	শয়তান আমাদেরকে তিরস্কার, নিরুৎসাহ ও প্রলোভনের মধ্য দিয়ে আক্রমণ করে। কিন্তু ঈমানের ঢাল দৃঢ়ভাবে ধারণ করলে আমরা শয়তানের জ্বলন্ত তীর থেকে নিজেদেরকে রক্ষা করতে পারব এবং লক্ষ্যের দিকে এগিয়ে যেতে পারব।
শিরস্ত্রাণ	নাজাত	শয়তান চায় আল্লাহ্, ঈসা ও নাজাতের প্রতি আমাদেরকে সন্দিহান করে তুলতে। এই শিরস্ত্রাণ আমাদের মনকে আল্লাহ্‌র নাজাত প্রদানকারী কাজের ব্যাপারে সকল সন্দেহ থেকে মুক্ত করবে।
তলোয়ার	আল্লাহ্‌র কালাম	তলোয়ারই হচ্ছে এই তালিকার একমাত্র আক্রমণাত্মক অস্ত্র। যখন আমরা শয়তানের প্রলোভনের শিকার হব, তখন আমাদের আল্লাহ্‌র কালামের এই তলোয়ারের উপর আস্থা রাখতে হবে।

শুভেচ্ছা

১ ১ পৌল, আল্লাহ্‌র ইচ্ছায় মসীহ্‌ ঈসার
প্রেরিত– ইফিষে অবস্থিত পবিত্র লোক ও
যারা মসীহ্‌ ঈসাতে বিশ্বস্ত তাদের সমীপে।
২ আমাদের পিতা আল্লাহ্‌ এবং ঈসা মসীহের কাছ
থেকে রহমত ও শান্তি তোমাদের প্রতি বর্ষিত
হোক।

ঈসা মসীহে আল্লাহ্‌র পরিকল্পনার পূর্ণতা লাভ

৩ ধন্য আমাদের ঈসা মসীহের আল্লাহ্‌ ও
পিতা, যিনি আমাদের সমস্ত রূহানিক দোয়ায়
বেহেশতী স্থানে মসীহে দোয়া করেছেন; ৪ কারণ
তিনি দুনিয়া সৃষ্টি করবার আগে মসীহে
আমাদেরকে মনোনীত করেছিলেন যেন আমরা
তাঁর সাক্ষাতে মহব্বতে পবিত্র ও নিষ্কলঙ্ক হই।
৫ তিনি আমাদের ঈসা মসীহের মধ্য দিয়ে তাঁর
দত্তক সন্তান হিসেবে তাঁর নিজের জন্য গ্রহণ
করলেন যা তিনি আগে থেকেই নিরূপণ করে
রেখেছিলেন; এই কাজ তিনি নিজের ইচ্ছার
মঙ্গলময় সঙ্কল্প অনুসারে করে-ছিলেন। ৬ তিনি
তাঁর রহমতের মহিমার প্রশংসার জন্যই তা
করেছিলেন, যে রহমতে তিনি আমাদের সেই
প্রিয়তমের দ্বারা রহমত দান করেছেন; ৭ তাঁর
মধ্যে আমরা তাঁর রক্ত দ্বারা মুক্তি পেয়েছি, অর্থাৎ
আমাদের সকল অপরাধের মাফ হয়েছে; এসব
তাঁর সেই মেহেরবানীরূপ ধন অনুসারে হয়েছে,
৮ যা তিনি সমস্ত জ্ঞানে ও বুদ্ধিতে আমাদের প্রতি
উপচে পড়তে দিয়েছেন। ৯ তাঁর সেই মঙ্গলময়
সঙ্কল্প অনুসারে তিনি আমাদেরকে তাঁর ইচ্ছার
নিগূঢ়তত্ত্ব জানিয়েছেন, যা তিনি মসীহে স্থির করে
রেখেছিলেন। ১০ আল্লাহ্‌ তাঁর নিরূপিত কালে
এই পরিকল্পনা করেছিলেন যে, সমস্ত কিছুই
তাঁতে সংগ্রহ করা যাবে– বেহেশতের সমস্ত কিছু
ও দুনিয়ার সমস্ত কিছু। ১১ এছাড়া, মসীহে
আমরা একটি উত্তরাধিকারও লাভ করেছি,
বাস্তবিক যিনি সমস্ত কিছুই তাঁর ইচ্ছা ও মন্ত্রণা
অনুসারে সাধন করেন, তাঁর পরিকল্পনা অনুসারে
আমরা মসীহে আগে থেকেই নিরূপিত
হয়েছিলাম; ১২ উদ্দেশ্য এই যে, আগে থেকে
মসীহে প্রত্যাশা করেছি যে আমরা, আমাদের
দ্বারা যেন আল্লাহ্‌র মহিমার প্রশংসা হয়। ১৩ আর
মসীহে তোমরাও সত্যের কালাম, তোমাদের
নাজাতের ইঞ্জিল শুনে এবং তাঁর উপর ঈমান
এনে সেই অঙ্গীকৃত পাক-রূহ্‌ দ্বারা তোমাদের
সীলমোহর করা হয়েছে; ১৪ সেই রূহ্‌ আল্লাহ্‌র
নিজস্ব লোকের মুক্তির জন্য, তাঁর মহিমার
প্রশংসার জন্য আমাদের উত্তরাধিকারের বায়না
হিসেবে দান করা হয়েছে।

ইফিষীয়দের জন্য হযরত পৌলের মুনাজাত

১৫ এজন্য ঈসা মসীহে যে ঈমান এবং সমস্ত
পবিত্র লোকের প্রতি যে মহব্বত তোমাদের মধ্যে
আছে তার কথা শুনে, ১৬ আমিও তোমাদের জন্য
শুকরিয়া আদায় করতে ক্ষান্ত হই না, আমার
মুনাজাতের সময়ে তোমাদের কথা স্মরণ করি,
১৭ মুনাজাত করি, যেন আমাদের ঈসা মসীহের
আল্লাহ্‌, মহিমার পিতা, তাঁর প্রজ্ঞার ও
প্রত্যাদেশের রূহ্‌ তোমাদের দান করেন, যাতে
তোমরা তাঁকে জানতে পার; ১৮ যাতে তোমাদের
হৃদয়ের চোখ আলোকময় হয়, যেন তোমরা

[১:১] ১করি ১:১; ২করি ১:১; প্রেরিত ৯:১৩; ১৮:১৯; কল ১:২।
[১:২] রোমীয় ১:৭।
[১:৩] ২করি ১:৩; ১পিতর ১:৩; ইফি ২:৬; ৩:১০; ৬:১২।
[১:৪] লেবীয় ১১:৪৪; ২০:৭; ২শমূ ২২:২৪; জবুর ১৫:২।
[১:৫] কল ১:১৯; রোমীয় ৮:২৯,৩০; ৮:১৪,১৫।
[১:৬] মথি ৩:১৭।
[১:৭] রোমীয় ৩:২৪; ৩:২৫; ২:৪।
[১:৯] গালা ৪:৪; কল ১:২০।
[১:১১] ইফি ৩:১১; ইব ৬:১৭।
[১:১২] ইফি ৪:২১,৩০; কল ১:৫; ইউ ১৪:১৬,১৭।
[১:১৩] রোমীয় ১৬:৩।
[১:১৪] প্রেরিত ২০:৩২; ২করি ৫:৫; রোমীয় ৩:২৪ ।
[১:১৫] কল ১:৪; প্রেরিত ২০:২১।
[১:১৬] রোমীয় ১:৮; ১:১০।
[১:১৭] ইশা ১১:২; ফিলি ১:৯; কল ১:৯।
[১:১৮] আইয়ুব ৪২:৫;

১:১ মসীহ্‌ ঈসার প্রেরিত। বিশেষভাবে ঈসা মসীহ্‌ কর্তৃক তাঁর নাম ও সুসমাচার সকলের কাছে পৌঁছে দেওয়ার জন্য দায়িত্বপ্রাপ্ত। মসীহের সাথে তাঁর এই একাত্মতা তাঁর ঈমানের ও মহব্বতের ফল।

১:৪ মনোনীত করেছিলেন। মসীহের মধ্য দিয়ে আমরা ঈসায়ীরা আল্লাহ্‌র মহান সৃষ্টির উদ্দেশ্য পূরণ করছি এবং তাঁর লক্ষ্য অভিমুখে এগিয়ে চলেছি।

১:৫ দত্তক সন্তান। আল্লাহ্‌ আমাদেরকে ঈসা মসীহের মধ্য দিয়ে মনোনয়ন করেছেন, কারণ তিনি আমাদেরকে ভালবাসেন এবং তিনি আমাদেরকে তাঁর সন্তান হিসেবে তাঁর পরিবারে অন্তর্ভুক্ত করতে চান।

১:৬ সেই প্রিয়তম। ঈসা মসীহের উপাধি, যা আল্লাহ্‌র পুত্র হিসেবে তাঁর পরিচয় প্রকাশ করে।

১:১০ নিরুপিত কাল। আল্লাহ্‌ তাঁর নিজ পরিকল্পনা অনুসারে তাঁর নির্ধারিত সময়ে সমস্ত কিছু সাধন করবেন।

সমস্ত কিছুই তাঁতে সংগ্রহ করা যাবে। মসীহ্‌ই দুনিয়া ও বেহেশতের সমস্ত কিছুর ধারক। তিনিই মানবীয় জীবনের ভগ্নাংশকে পূর্ণতা দান করেন এবং বৈশ্বিক একতা সূচিত করেন।

১:১১ আগে থেকেই নিরূপিত হয়েছিলাম। বিভিন্ন পরিস্থিতিতে আমরা কীভাবে কাজ করবো তা পূর্বজ্ঞাত হয়ে আল্লাহ্‌ আমাদেরকে সেভাবে কাজ করতে অনুমোদন দেন, নতুবা তা পরিবর্তন করে তাঁর ইচ্ছা অনুসারে কাজ করান এবং তাঁর পরিকল্পনার অংশ হিসেবে অন্তর্ভুক্ত করেন। তবে আমরা যা কিছু করি তার জন্য তিনি আমাদেরকেই পুরোপুরিভাবে দায়বদ্ধ রাখেন, কারণ আমরা ভাল-মন্দ জ্ঞানের অধিকারী এবং আমাদের পথ বেছে নেওয়ার ক্ষমতা আছে।

১:১২ আগে থেকে ... যে আমরা। ইহুদী জাতির কথা প্রধানত বোঝানো হয়েছে, যারা প্রতিজ্ঞাত মসীহের আগমনে বিশ্বাস করতো। কিন্তু সেই সাথে অনেক পরজাতিকেও এখানে ইঙ্গিত করা হয়েছে, কারণ ঈমানদার হওয়ার অনেক আগে থেকেই তাদের অনেকে আল্লাহ্‌তে ঈমান এনেছিল, কিন্তু তখনও তারা পুরোপুরিভাবে তাঁর পরিচয় পায় নি।

১:১৩ সীলমোহর করা হয়েছে। সে সময় মুদ্রাঙ্ক ছিল মালিকানা, দায়মুক্তি এবং সুরক্ষার প্রতীক। নাজাতের পূর্ণ অভিজ্ঞতা মণ্ডলীতে পাক-রূহের উপস্থিতির চিহ্ন, যা আল্লাহ্‌র লোকদেরকে তাঁর নিজের বলে চিহ্নিত করে।

১:১৪ উত্তরাধিকারের বায়না। উত্তরাধিকার হিসেবে আমরা যে অনন্ত জীবন পেতে যাচ্ছি, পাক-রূহ্‌ তারই প্রথম বায়না বা কিস্তি।

১:১৮ হৃদয়ের চোখ। আক্ষরিক অর্থে নয় কিন্তু কিন্তু ঈমানদারদের মাঝে যে অন্তরের উপলব্ধি ও সচেতনতা রয়েছে তার কথা বুঝিয়েছে।

জানতে পার তাঁর আহ্বানের প্রত্যাশা কি, পবিত্র
লোকদের মধ্যে তাঁর উত্তরাধিকারের মহিমারূপ
ধন কি, [19] এবং আমরা যারা ঈমান এনেছি,
আমাদের প্রতি তাঁর পরাক্রমের অনুপম মহত্ত্ব
কি– এসবই তাঁর মহাশক্তির কাজ অনুসারে
হয়েছে। [20] এই মহাশক্তি দ্বারা তিনি মসীহে কার্য
-সাধন করেছেন, যখন তিনি তাঁকে মৃতদের মধ্য
থেকে উঠিয়েছেন এবং বেহেশতে নিজের ডান
পাশে বসিয়েছেন, [21] সমস্ত আধিপত্য, কর্তৃত্ব,
পরাক্রম ও প্রভুত্বের উপরে এবং যত নাম কেবল
ইহযুগে নয়, কিন্তু পরযুগেও উল্লেখ করা যায়,
তার সবকিছুর উপরে মসীহের নাম প্রতিষ্ঠিত
করলেন। [22] আর তিনি সবকিছুই তাঁর পায়ের
নিচে রাখলেন এবং তাঁকেই সকলের উপরে
মস্তকস্বরূপ করে মণ্ডলীকে দান করলেন; [23] সেই
মণ্ডলী তাঁর দেহ, তাঁরই পূর্ণতাস্বরূপ, যিনি সমস্ত
বিষয়ে সমস্তই পূরণ করেন।

মৃত্যু থেকে জীবন লাভ

২ [1] তোমরা নিজ নিজ অপরাধ ও গুনাহে মৃত
ছিলে; [2] ঐ সমস্ত গুনাহে তোমরা আগে
জীবন-যাপন করতে, এই দুনিয়ার যুগ অনুসারে,
আসমানের অধিপতির ক্ষমতা অনুসারে, যে রূহ্
অবাধ্যতার সন্তানদের মধ্যে এখন কাজ করছে
সেই রূহের অধিপতির ইচ্ছা অনুসারে জীবন-
যাপন করতে। [3] সেই লোকদের মধ্যে আমরাও
সকলে আগে নিজ নিজ দৈহিক অভিলাষ অনুসারে
আচরণ করতাম এবং দৈহিক ও মনের বিবিধ
ইচ্ছা পূর্ণ করতাম। এই স্বভাবের কারণে অন্য
সকলের মত আমরাও গজবের সন্তান ছিলাম।
[4] কিন্তু আল্লাহ্ করুণাধনে ধনবান বলে, তাঁর যে
মহা মহব্বতে আমাদের মহব্বত করলেন, [5] সেই
কারণে, এমন কি আমরা যখন আমাদের
অপরাধে মৃত ছিলাম তখন তিনি মসীহের সঙ্গে
আমাদের জীবিত করলেন– রহমতেই তোমরা
নাজাত পেয়েছ– [6] এবং তিনি মসীহ্ ঈসাতে
আমাদের তাঁর সঙ্গে জীবিত করলেন ও তাঁর
সঙ্গে বেহেশতী স্থানে বসালেন; [7] যেন মসীহ্
ঈসাতে আমাদের প্রতি তাঁর যে দয়া দেখিয়েছেন
তা দ্বারা আগামী যুগ যুগ ধরে তিনি তাঁর অনুপম
অনুগ্রহরূপ ধন প্রকাশ করেন। [8] কেননা রহমতে
ঈমানের মধ্য দিয়ে তোমরা নাজাত পেয়েছ এবং
তা তোমাদের নিজেদের দ্বারা হয় নি, তা
আল্লাহ্‌রই দান; [9] তা কাজের ফল নয়, যেন
কেউ গর্ব করতে না পারে। [10] কারণ আমরা
তাঁরই হাতের তৈরি, মসীহ্ ঈসাতে সৎকর্মের
জন্য সৃষ্ট; এই সৎকর্ম আল্লাহ্ আগে প্রস্তুত
করেছিলেন যেন আমরা সেই পথে চলি।

ঈসা মসীহে ইহুদী ও অ-ইহুদী সকলেই এক

[11] অতএব স্মরণ কর, আগে জন্মগতভাবে
তোমরা অ-ইহুদী ছিলে, তোমাদের "খৎনা-না-
করানো লোক" বলে যারা অভিহিত করতো
তারা "খৎনা-করানো" বলে আখ্যাত ছিল–
যাদের মানুষের হাতে দৈহিকভাবে খৎনা করানো
হয়েছিল। [12] সেই সময়ে তোমরা মসীহ্ থেকে
পৃথক ছিলে, ইসরাইলের লোক হিসেবে যে
অধিকার সেই অধিকারের বাইরে ছিলে এবং
প্রতিজ্ঞাযুক্ত নিয়মগুলোর সঙ্গে তোমাদের কোন
সম্পর্ক ছিল না; তোমাদের কোন আশা ছিল না
আর তোমরা দুনিয়াতে আল্লাহ্‌বিহীন ছিলে।
[13] কিন্তু এখন মসীহ্ ঈসাতে, এক কালে দূরে
ছিলে যে তোমরা– তোমাদের মসীহের রক্ত দ্বারা
কাছে আনা হয়েছ। [14] কেননা তিনি আমাদের
শান্তি; তিনিই নিজ দেহে উভয়কে এক করেছেন
এবং এই দুইয়ের মধ্যে বিচ্ছেদের যে দেওয়াল
আমাদের মধ্যে শত্রুতার সৃষ্টি করতো তা ভেঙ্গে
ফেলেছেন। [15] তিনি শরীয়তের সমস্ত হুকুম ও
অনুশাসনকে বাতিল করেছেন; যেন তিনি নিজে
এই দু'টিকে দিয়ে একটি নতুন মানুষ সৃষ্টি

আঃ ৭,১১; কল ১:১২।
[১:১৯] ইফি ৩:৭; ৬:১০ কল ১:২৯; ইশা ৪০:২৬।
[১:২০] মার্ক ১৬:১৯।
[১:২১] কল ১:১৬; ফিলি ২:৯,১০।
[১:২২] কল ১:১৮; ২:১৯।
[১:২৩] ১করি ১২:২৭; ইউ ১:১৬ ।
[২:১] কল ২:১৩।
[২:২] কল ৩:৭; তীত ৩:৩; ১পিতর ৪:৩।
[২:৩] গালা ৫:২৪ ।
[২:৪] ইউ ৩:১৬।
[২:৫] জবুর ১০৩:১২; ইউ ৫:২৪; প্রেরিত ১৫:১১।
[২:৬] রোমীয় ৬:৫।
[২:৭] রোমীয় ২:৪; তীত ৩:৪।
[২:৮] রোমীয় ৩:২৪; ৯:২০।
[২:৯] দ্বিঃবিঃ ৯:৫; রোমীয় ৪:২; ২তীম ১:৯; তীত ৩:৫; ১করি ১:২৯।
[২:১০] ইশা ২৯:২৩; ৪৩:৭; ৬০:২১; তীত ২:১৪ ।
[২:১১] কল ২:১১।
[২:১২] ইশা ১৪:১; ৬৫:১; গালা ৩:১৭; ১থিষ ৪:১৩।
[২:১৩] কল ১:২০।
[২:১৪] ইউ ১৪:২৭; ১করি ১২:১৩।
[২:১৫] কল ১:২১,২২; ২:১৪; গালা ৩:২৮।

১:২০ নিজের ডান পাশ। সর্বোচ্চ বেহেশতী সম্মান ও কর্তৃত্বের প্রতীকী স্থান।

১:২২ তাঁর পায়ের নিচে। সব কিছুর শেষে ঈসা মসীহ্ সৃষ্টির প্রভুরূপে তাঁর প্রতিজ্ঞাত রাজত্বে প্রবেশ করবেন এবং সমস্ত কিছুর উপরে শাসন করবেন।

১:২৩ সমস্তই পূরণ করেন। আল্লাহ্‌র কাছ থেকে মসীহ্ যে ক্ষমতা, বর ও অনুগ্রহ পেয়েছেন তার সবই তিনি মণ্ডলীকে দিয়েছেন, যেন তাঁর দেহরূপ মণ্ডলী পরিপূর্ণ হয়।

২:১ মৃত ছিলে। ঈসায়ী ঈমান গ্রহণের পূর্বে তারা নৈতিক ও রূহানিক দিক থেকে মৃত ছিল, কারণ তাদের অনন্ত জীবনের কোন আশা ছিল না।

২:২ অবাধ্যতার সন্তান। শয়তানের বিদ্রোহী রূহ্ এখনও সেই সমস্ত মানুষের মাঝে সক্রিয়, যারা আল্লাহ্‌র বিরুদ্ধে তাদের অন্ধতায় নিজেদেরকে ধ্বংসের পথে ঠেলে দিয়েছে।

২:৮ রহমতে ঈমানের মধ্য দিয়ে। আল্লাহ্‌র দৃষ্টিতে ধার্মিক ও পবিত্র বিবেচিত হওয়ার জন্য একমাত্র পথ হচ্ছে ঈসা মসীহ্‌তে ঈমান আনা। মানবীয় প্রচেষ্টায় আমরা নাজাত পেতে পারি না, কারণ এটি সম্পূর্ণভাবে আল্লাহ্‌র দান।

২:৯ কাজের ফল নয়। মানুষ তার সৎ কাজ, দয়া, মহত্ত্ব, ভালবাসা প্রদর্শন কিংবা আল্লাহ্‌র আদেশ পালনের মধ্য দিয়ে নাজাত লাভ করতে পারে না। নাজাত লাভের একমাত্র উপায় হচ্ছে আল্লাহ্‌র অনুগ্রহের লাভ করা।

২:১১ খৎনা-না-করানো লোক। সকল ইহুদী পুরুষ শিশু খৎনা করানো হত, যা ছিল ইহুদী ও অ-ইহুদীদের মাঝে সুস্পষ্ট স্বাতন্ত্রের চিহ্ন, যার কারণে ইহুদীরা গর্ব করতো এবং অ-ইহুদীদেরকে তুচ্ছ করতো।

২:১৪ শান্তি। হিব্রু প্রতিশব্দ 'শালোম'; যার অর্থ শত্রুতার অনুপস্থিতি, প্রত্যেক স্তরে সার্বিক কল্যাণ ও নিরাপত্তা।

২:১৫ শরীয়তের ... বাতিল করেছেন। পুরাতন নিয়মের শরীয়তে আল্লাহ্ জীবন-ধারণের যে নৈতিক মান প্রকাশ করেছিলেন, ঈসা মসীহ্ তার পরিবর্তন বা বিলোপ সাধন করেন নি। তিনি যা বাতিল করেছেন তা হচ্ছে, অ-ইহুদীদের থেকে

করেন, যেন এভাবে দু'য়ের মধ্যে শান্তি হয়;
[১৬] এবং ক্রুশে শত্রুতাকে বধ করে সেই ক্রুশ দ্বারা
এক দেহে আল্লাহ্‌র সঙ্গে উভয় পক্ষের মিলন
করে দেন। [১৭] আর তিনি এসে তোমরা যারা দূরে
ছিলে এবং তারা যারা কাছে ছিল, তাদের
সকলের কাছেই শান্তির সুসমাচার জানিয়েছেন।
[১৮] কেননা তাঁরই দ্বারা আমরা উভয় পক্ষের লোক
এক পাক-রূহে পিতার কাছে উপস্থিত হবার
ক্ষমতা পেয়েছি।
[১৯] অতএব তোমরা আর এখন আগন্তুক ও
বিদেশী নও, কিন্তু পবিত্র লোকদের সহপ্রজা এবং
আল্লাহ্‌র গৃহের লোক হয়েছ। [২০] তোমাদেরকে
প্রেরিত ও নবীদের ভিত্তিমূলের উপর গেঁথে তোলা
হয়েছে; আর সেই ভিত্তির প্রধান পাথর স্বয়ং
মসীহ্ ঈসা। [২১] তাঁতেই সমস্ত গাঁথুনি সংযুক্ত হয়ে
প্রভুতে এক পবিত্র এবাদতখানা হবার জন্য গড়ে
উঠছে; [২২] তাঁতে পাক-রূহের মধ্য দিয়ে আল্লাহ্‌র
আবাস হবার জন্য তোমাদেরকেও একসঙ্গে
গেঁথে তোলা হচ্ছে।

হযরত পৌলের উপর অ-ইহুদীদের পরিচর্যার ভার

৩ [১] এজন্য আমি পৌল, তোমরা যারা অ-
ইহুদী, তোমাদের জন্য আমি মসীহ্ ঈসার
বন্দী হয়েছি। [২] আল্লাহ্‌র রহমতের যে ব্যবস্থা
তোমাদের উদ্দেশে আমাকে দেওয়া হয়েছে তার
কথা তো তোমরা ইতিমধ্যেই শুনেছ। [৩] ফলত
প্রত্যাদেশ দ্বারা সেই নিগূঢ়তত্ত্ব আমাকে জানানো
হয়েছে, যেমন আমি একটু আগে সংক্ষেপে
লিখেছি; [৪] তোমরা তা পাঠ করলে মসীহ্ বিষয়ক
নিগূঢ়তত্ত্বে আমার যে অভিজ্ঞতা তা বুঝতে
পারবে। [৫] আগের যুগের মানুষের কাছে সেই
নিগূঢ়তত্ত্ব এভাবে জানানো হয় নি, যেভাবে এখন
পাক-রূহের মধ্য দিয়ে তাঁর পবিত্র প্রেরিত ও
নবীদের কাছে প্রকাশিত হয়েছে। [৬] ফলত
ইঞ্জিলের মধ্য দিয়ে মসীহ্ ঈসাতে অ-ইহুদীরাও
উত্তরাধিকারের সহভাগী, দেহের একই অঙ্গের
সহভাগী ও প্রতিজ্ঞার সহভাগী হয়; [৭] আল্লাহ্‌র
রহমতের যে দান তাঁর পরাক্রমের কর্মশক্তি গুণে
আমাকে দেওয়া হয়েছে, সেই অনুসারে আমি
সেই ইঞ্জিলের পরিচারক হয়েছি। [৮] যদিও আমি
সমস্ত পবিত্র লোকদের মধ্যে সবচেয়ে ক্ষুদ্রতম
তবুও আমাকে এই রহমত দেওয়া হয়েছে, যাতে
অ-ইহুদীদের কাছে আমি মসীহের সেই ধনের
বিষয়ে সুখবর তবলিগ করি, যে ধনের অনুসন্ধান
করে ওঠা যায় না; [৯] এবং আদি থেকে সমস্ত
কিছুর সৃষ্টিকর্তা আল্লাহ্‌তে যা গুপ্ত ছিল, সেই
নিগূঢ়তত্ত্বের পরিকল্পনা যে কি তাও যেন তাদের
চোখের সামনে প্রকাশ করি; [১০] উদ্দেশ্য এই,
যেন এখন মণ্ডলীর মধ্য দিয়ে বেহেশতী স্থানের
সমস্ত শাসনকর্তা ও ক্ষমতার অধিকারীদের কাছে
আল্লাহ্‌র বহুবিধ প্রজ্ঞা জানানো যায়। [১১] এটা
ছিল তাঁর অনন্তকালীন সঙ্কল্প, যে সঙ্কল্প তিনি
আমাদের প্রভু মসীহ্ ঈসাতে পূর্ণ করেছেন,
[১২] তাঁতেই আমরা তাঁর উপরে ঈমানের মধ্য
দিয়ে সাহস এবং পূর্ণ ভরসায় আল্লাহ্‌র কাছে
উপস্থিত হবার ক্ষমতা পেয়েছি। [১৩] অতএব
আমার মুনাজাত এই, তোমাদের জন্য আমি
যেসব দুঃখ-কষ্ট ভোগ করছি, তাতে যেন
নিরুৎসাহ না হও; সেই সব তোমাদের গৌরব।

ইফিষীয়দের জন্য হযরত পৌলের মুনাজাত

[১৪] এজন্য সেই পিতার কাছে আমি হাঁটু পেতেছি,
[১৫] যাঁর কাছ থেকে বেহেশত ও দুনিয়ার সমস্ত

[২:১৬] ২করি ৫:১৮; কল ১:২০,২২।
[২:১৭] জবুর ১৪৮:১৪; ইশা ৫৭:১৯।
[২:১৮] কল ১:১২; ইফি ১করি ১২:১৩ ।
[২:১৯] ফিলি ৩:২০; গালা ৬:১০।
[২:২০] ১করি ৩:৯,১১; মথি ১৬:১৮; ১করি ৩:১০; প্রকা ২১:১৪; প্রেরিত ৪:১১; ১পিতর ২:৪-৮।
[২:২১] ১করি ৩:১৬,১৭।
[২:২২] ১করি ৩:১৬ ।
[৩:১] প্রেরিত ২৩:১৮; ২তীম ১:৮; ফিলী ১,৯।
[৩:২] কল ১:২৫।
[৩:৩] রোমীয় ১৬:২৫; ১করি ২:১০।
[৩:৪] ২করি ১১:৬।
[৩:৫] রোমীয় ১৬:২৬।
[৩:৬] ইহি ৪৭:২২।
[৩:৭] ১করি ৩:৫; রোমীয় ১২:৩; কল ১:২৯।
[৩:৮] ১করি ১৫:৯; প্রেরিত ৯:১৫; রোমীয় ২:৪ ।
[৩:৯] রোমীয় ১৬:২৫।
[৩:১০] রোমীয় ১১:৩৩; ১করি ২:৭; ১পিতর ১:১২; ৬:১২; কল ২:১০,১৫।
[৩:১২] ইব ৩:১৪; ৪:১৬; ১০:১৯,৩৫।
[৩:১৪] ফিলি ২:১০।

ইহুদীদের পৃথকীকরণের সুনির্দিষ্ট আদেশ ও বিধানের প্রভাব। **একটি নতুন মানুষ**। ইহুদী ও অ-ইহুদী নির্বিশেষে ঈমানদারদের একত্রিত দেহ, অর্থাৎ ঈসায়ী মণ্ডলী।

২:১৬ শত্রুতা। আল্লাহ্ ও মানুষের মধ্যকার শত্রুতা, কিংবা ইহুদী ও অ-ইহুদীর মধ্যকার শত্রুতা। কিন্তু সম্ভবত পৌল দু'টোকেই বুঝিয়েছেন।

২:১৭ দূরে ছিলে ... কাছে ছিলে। যথাক্রমে অ-ইহুদী ও ইহুদী জাতি।

২:১৯ সহপ্রজা ... গৃহের লোক। মণ্ডলীতে অ-ইহুদী থেকে আগত ঈসায়ীদের অধিকার অন্য কোন ঈসায়ীর চেয়ে কোন অংশে কম নয়। তারা পূর্ণ সভ্যপদ, সমান অধিকার ও সুযোগ-সুবিধা লাভের যোগ্য উত্তরাধিকারী।

২:২০ প্রেরিত ও নবীদের ভিত্তিমূল। প্রকৃত ও সত্যিকার একটি মণ্ডলী তখনই প্রতিষ্ঠিত হতে পারে, যখন তা মসীহ্ কর্তৃক অনুপ্রাণিত ও তাঁর প্রেরিতদের মধ্য দিয়ে দেওয়া প্রত্যাদেশের উপর ভিত্তি করে প্রতিষ্ঠিত হয়।

৩:১ মসীহ্ ঈসার বন্দী। প্রেরিত ২৮:১৬,৩০ আয়াত থেকে আমরা দেখতে পাই যে, পৌল এ সময় রোমে গৃহবন্দী অবস্থায় ছিলেন। তবে পৌল সম্ভবত এটা বোঝাতে চেয়েছেন যে, তিনি নিজের সমস্ত সত্তা ঈসা মসীহের কাছে সমর্পণ করে নিজেকে তাঁর অধীনে সঁপে দিয়েছেন ও তাঁর অনুগত হয়েছেন।

৩:৪ মসীহ্ বিষয়ক নিগূঢ়তত্ত্ব। নিগূঢ়তত্ত্ব বলার কারণ হল, এই জ্ঞান যুগ যুগ ধরে আল্লাহ্‌র কাছেই গুপ্ত ছিল এবং এখন তা প্রত্যাদেশের মাধ্যমে পাক-রূহের আবেশে মানুষকে জ্ঞাত করা হচ্ছে। এই নিগূঢ়তত্ত্বের মূল সারসংক্ষেপ হচ্ছে, বেহেশতে ও পৃথিবীতে যা কিছু আছে তার সবই মসীহ্‌তে পাওয়া যাবে এবং তাঁর মধ্য দিয়েই সমস্ত দুনিয়ার কাছে আল্লাহ্‌র ওয়াদাকৃত নাজাত উপস্থাপন করা হবে।

৩:৮ সবচেয়ে ক্ষুদ্রতম। পৌল সব সময় নিজেকে একজন অযোগ্য ব্যক্তি ভেবে বিস্মিত হতেন যে, তাঁর মত একজনকে কেন আল্লাহ্ এই মহান দায়িত্বে নিযুক্ত করেছেন। বস্তুত এই উক্তি তাঁর বিনয়েরই প্রকাশ।

৩:১০ শাসনকর্তা ও ক্ষমতার অধিকারী। এক অর্থে এখানে ফেরেশতাদের অবস্থানকে চিহ্নিত করা হয়েছে, যারা আল্লাহ্‌র লোকদের গতিবিধি লক্ষ্য করেন এবং মণ্ডলীর মাঝে আল্লাহ্‌র প্রত্যাদেশ প্রকাশ করেন। অন্য অর্থে অন্ধকারের বিরোধী বেহেশতী শক্তিকে বোঝানো হয়েছে, যা রূহানিক দুনিয়াতে কর্তৃত্ব করে, শয়তান ও তার বাহিনীর বিরুদ্ধে যুদ্ধ করে এবং মণ্ডলীকে পৃষ্ঠপোষকতা করে।

পরিবার তাদের নাম পেয়েছে। ১৬ আমি মুনাজাত
করছি যেন তিনি তাঁর মহিমা-ধন অনুসারে
তোমাদের এই বর দেন, যাতে তাঁর রূহের মধ্য
দিয়ে তোমাদের অন্তর শক্তিশালী হয়; ১৭ যেন
ঈমানের মধ্য দিয়ে মসীহ্‌ তোমাদের অন্তরে বাস
করেন; যেন তোমরা মহব্বতে দৃঢ়রোপিত ও
দৃঢ়ভাবে স্থাপিত হও। ১৮ আমি মুনাজাত করি
যেন তোমরা সমস্ত পবিত্র লোকদের সঙ্গে বুঝতে
সমর্থ হও যে, সেই প্রশস্ততা, দীর্ঘতা, উচ্চতা ও
গভীরতা কি, ১৯ এবং জ্ঞানাতীত যে মসীহের
মহব্বত, তা যেন জানতে সমর্থ হও আর
এইভাবে যেন আল্লাহ্‌র সমস্ত পূর্ণতার উদ্দেশে
পূর্ণ হও।
২০ যে শক্তি আমাদের মধ্যে কাজ করে, সেই
শক্তি অনুসারে যিনি আমাদের সমস্ত চাওয়া ও
চিন্তার চেয়েও অতিরিক্ত কাজ করতে পারেন,
২১ মণ্ডলীতে এবং মসীহ্‌ ঈসাতে যুগপর্যায়ের যুগে
যুগে সমস্ত পুরুষানুক্রমে তাঁরই মহিমা হোক।
আমিন।

ঈসা মসীহের দেহে এক হওয়া

৪ ১ অতএব প্রভুতে বন্দী আমি তোমাদের
কাছে এই ফরিয়াদ করছি, তোমরা যে
আহ্বানে আহূত হয়েছ তার যোগ্যরূপে চল।
২ সম্পূর্ণ নম্রতা, মৃদুতা ও সহিষ্ণুতার সঙ্গে চল;
মহব্বতে পরস্পরের প্রতি ধৈর্যশীল হও, ৩ শান্তির
যোগবন্ধনে পাক-রূহের ঐক্য রক্ষা করতে
যত্নবান হও। ৪ দেহ এক এবং পাক-রূহ্‌ও এক—
যেমন তোমরা তোমাদের আহ্বানের একই
প্রত্যাশায় আহ্বান লাভ করেছ। ৫ প্রভু এক,
ঈমান এক, বাপ্তিস্ম এক, ৬ সকলের আল্লাহ্‌ ও
পিতা এক, তিনি সকলের উপরে, সকলের কাছে
ও সকলের মধ্যে আছেন। ৭ কিন্তু মসীহের
দানের পরিমাণ অনুসারে আমাদের প্রত্যেক
জনকে রহমত দান করা হয়েছে। ৮ সেজন্য পাক
-কিতাবে বলা হয়েছে, "তিনি ঊর্ধ্বে উঠে
বন্দীদেরকে বন্দীদশায় নিয়ে গেলেন, তাঁর
লোকদের নানা বর দান করলেন।"
৯ ভাল, তিনি 'উঠলেন', এর অর্থ কি এই নয়
যে, তিনি দুনিয়ার গভীরতম স্থানে নেমেছিলেন?
১০ যিনি নেমেছিলেন, তিনিই সকল বেহেশতের
অনেক উপরে উঠেছেন, যেন তিনি সমস্ত কিছু
পূর্ণ করতে পারেন। ১১ আর তিনি কয়েকজনকে
প্রেরিত, কয়েক জনকে নবী, কয়েকজনকে
সুসমাচার-তবলিগকারী ও কয়েকজনকে ইমাম ও
শিক্ষক করে মনোনীত করেছেন। ১২ তিনি তা
করেছেন যেন পবিত্র লোকেরা পরিচর্যা কাজ
করার জন্য পরিপক্ক হয় আর এভাবে মসীহের
দেহ গড়ে ওঠে, ১৩ যেন আমরা সকলে আল্লাহ্‌র
পুত্র বিষয়ক ঈমান ও তত্ত্ব জ্ঞানের ঐক্য পর্যন্ত
পৌঁছাতে পারি, আর মসীহের পূর্ণতার পূর্ণমাত্রা
অনুযায়ী পরিপক্ক লোক হতে পারি। ১৪ তা হলে
আমরা আর বালক থাকব না, মানুষের
ঠকামিতে, ধূর্ততায়, ভ্রান্তির ছলচাতুরীতে বিভ্রান্ত
হব না এবং যে কোন মতবাদের বায়ুতে
পরিচালিত হব না। ১৫ কিন্তু আমরা মহব্বতে
সত্যনিষ্ঠ হয়ে যিনি মস্তক, যিনি মসীহ্‌, সমস্ত

[৩:১৬] ফিলি ৪:১৩।
[৩:১৭] রোমীয় ৮:১০; কল ২:৭।
[৩:১৮] ইফি ১:১৫; আইউব ১১:৮,৯; জবুর ১০৩:১১ ।
[৩:১৯] ফিলি ৪:৭; কল ২:১০।
[৩:২০] রোমীয় ১৬:২৫; ২করি ৯:৮।
[৩:২১] রোমীয় ১১:৩৬।
[৪:১] ফিলি ১:২৭।
[৪:২] কল ৩:১২,১৩।
[৪:৩] রোমীয় ১৫:৫; কল ৩:১৫।
[৪:৪] রোমীয় ১২:৫; ৮:২৮; ১করি ১২:১৩ ।
[৪:৫] ১করি ৮:৬ ।
[৪:৬] দ্বি:বি: ৬:৪; জাকা ১৪:৯।
[৪:৭] ১করি ১২:৭, ১১; রোমীয় ৩:২৪।
[৪:৮] কল ২:১৫; জবুর ৬৮:১৮।
[৪:১০] মেসাল ৩০:১-৪।
[৪:১১] ২পিতর ৩:২; ১৩:১; এহুদা ১৭; প্রেরিত ১১:২৭; ২১:৮।
[৪:১২] ১করি ১২:২৭; রোমীয় ১৪:১৯।
[৪:১৩] ফিলি ৩:৮; ইফি ১:২৩; ৩:১৯।
[৪:১৪] ইশা ৫৭:২০;

৩:১৯ জ্ঞানাতীত। মসীহের মহব্বত আমাদের অজ্ঞাত নয়, কিন্তু এর নিগূঢ়তত্ত্ব এতটাই গভীর যে, তা আমাদের মানবীয় জ্ঞান ও প্রজ্ঞা অনুসারে উপলব্ধির ক্ষমতার বাইরে।

৩:২০ অতিরিক্ত কাজ। আল্লাহ্‌ যে কেবল আমাদের যাচঞা ও আকাঙ্ক্ষার অতিরিক্ত কাজ করেন তাই নয়, সেই সাথে আমরা যা চিন্তা বা ধারণাও করতে পারি না এমন কাজও তিনি করে থাকেন।

৪:১ আহ্বানে আহূত। ঈসায়ী ঈমানদারদের আহ্বান তাদের ঈমানের উত্তর হিসেবে প্রাপ্ত আল্লাহ্‌র ডাক। এই আহ্বানে যেভাবে সাড়া দেওয়া হবে তার ভিত্তিতেই আল্লাহ্‌ ঈমানদারের কার্যকারিতা নিরূপণ করবেন।

৪:৩ ঐক্য রক্ষা করতে। রূহানিক ঐক্য রক্ষা করা বা তা সৃষ্টি করা মানুষের সাধ্যের বাইরে। যারা সত্য গ্রহণ করেছে বা ঈমান এনেছে এবং মসীহ্‌কে নাজাতদাতা হিসেবে গ্রহণ করেছে, এই ঐক্য তাদের মাঝে পাক-রূহের আবেশে স্বয়ংক্রিয়ভাবে সৃষ্টি হয়। এই ঐক্য ঈমানদারদেরকে পরস্পরের সাথে আরও গেঁথে তোলে, যেন মসীহের মণ্ডলী ক্রমে আরও শক্তিশালী হয়।

৪:৫ প্রভু এক। ঈসায়ী ঐক্য ও ঈমান সূত্রের মূল প্রতিপাদ্য বিষয়টি হচ্ছে এই কথায় দৃঢ় ঈমান রাখা যে, আমাদের সকলের প্রভু এক এবং তাঁর সাধিত নাজাত পবিত্র ও সম্পূর্ণ। সুতরাং ঈমানদারদের আর কোন মধ্যস্থতাকারী বা নাজাতদাতার প্রয়োজন নেই।

৪:৮ তিনি ঊর্ধ্বে ... দান করলেন। জবুর ৬৮:১৮ আয়াতের এই উদ্ধৃতিতে বাদশাহ্‌ দাউদ জেরুশালেমে বায়তুল মোকাদ্দসে বিজয়ী হিসেবে আল্লাহ্‌র সিংহাসনে আরোহণের কথা বলেছেন। পৌল এখানে বিজয়ীর বেশে ঈসা মসীহের বেহেশতারোহণ বোঝাতে উদ্ধৃতিটি প্রয়োগ করেছেন।

৪:১২ মসীহের দেহ গড়ে ওঠে। প্রেরিত, নবী, তবলিগকারী ও পরিচর্যাকারীদেরকে যে রূহানিক দানে অভিষিক্ত করা হয়েছিল, তা ব্যক্তিগত বা গোষ্ঠীগত ব্যবহারের জন্য দান করা হয় নি, বরং সামগ্রিকভাবে ঈসা মসীহের দেহরূপ মণ্ডলীর সুবৃদ্ধি ও সমৃদ্ধি সাধনের জন্যই দেওয়া হয়েছে।

৪:১৩ ঈমান ও তত্ত্ব জ্ঞানের ঐক্য। মসীহ্‌ ও তাঁর সমস্ত শিক্ষার প্রতি মহব্বত ও শ্রদ্ধাপূর্ণ অনুভূতির সাথে আল্লাহ্‌র পুত্র হিসেবে তাঁর সত্তা ও পরিচয়ের প্রতি প্রশ্নাতীত নির্ভরতা।

৪:১৪ বালক। যারা রূহানিকভাবে পরিপক্কতা অর্জন করতে পারে নি এবং মসীহের পূর্ণ প্রতিরূপ ধারণ করতে পারে নি।

যে কোন মতবাদের বায়ু। প্রাথমিক ঈসায়ী যুগে বহু বিকৃত ধর্মীয় শিক্ষা ও মতবাদ চালু ছিল, যা সহজেই অপরিপক্ক ঈমানদারদেরকে সঠিক ধারা থেকে বিচ্যুত করতো।

৪:১৫ মহব্বতে সত্যনিষ্ঠ। ঈমানের ঐক্য রক্ষা করতে হলে আমাদেরকে অবশ্যই সমস্ত বিষয়ের ভিত্তি হিসেবে মহব্বতকে স্থাপন করতে হবে। ঈসায়ীদের পারস্পরিক সমস্যা ও বিভিন্ন মতামতগুলোকে মসীহের প্রতি আনুগত্য, তাঁর কালামের প্রতি বাধ্যতা এবং সকল ঈমানদার ও ঈসা মসীহের প্রতি মহব্বতের

বিষয়ে তাঁর উদ্দেশে বৃদ্ধি পাব। ১৬ তাঁর প্রভাবে
সমস্ত দেহটা সুসংবদ্ধ ও সুসংগঠিত হয়ে, সমস্ত
গ্রন্থির সহযোগিতায় প্রতিটি অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের
কর্মক্ষমতা অনুসারে দেহের বৃদ্ধি সাধন করছে,
যেন নিজেকেই মহব্বতে গেঁথে তুলছে।

পুরানো জীবন ও নতুন জীবন

১৭ অতএব আমি এই কথা বলছি ও প্রভুতে
দৃঢ়ভাবে হুকুম করছি, তোমরা আর অ-ইহুদীদের
মত চলো না; তারা নিজ নিজ মনের অসার ভাবে
চলে; ১৮ তাদের অন্তর অন্ধকারে পড়ে আছে,
তাদের অন্তরের অজ্ঞতা ও হৃদয়ের কঠিনতার
জন্য তারা আল্লাহ্‌ দেওয়া জীবন থেকে বিচ্ছিন্ন
হয়ে পড়েছে। ১৯ তারা অসার হয়ে পড়েছে এবং
লোভের বশবর্তী হয়ে সব রকম নাপাক কাজ
করার জন্য লাগামহীন কামনার হাতে নিজেদের
তুলে দিয়েছে। ২০ কিন্তু তোমরা মসীহের বিষয়ে
এরকম শিক্ষা পাও নি; ২১ তোমরা তাঁর বিষয়
শুনেছ এবং ঈসাতে যে সত্য আছে সেই অনুসারে
তাঁতেই শিক্ষা লাভ করেছ। ২২ তোমরা এই শিক্ষা
লাভ করেছ যেন তোমরা পুরানো জীবন-পথ,
সেই পুরানো মানুষকে ত্যাগ কর, যা প্রতারণার
নানা রকম অভিলাষ দ্বারা ভ্রষ্ট হয়ে পড়ছে।
২৩ আর তোমরা নিজ নিজ মনকে ক্রমশ নতুন
করে গড়ে তোল, ২৪ এবং সেই নতুন মানুষকে
বরণ কর, যা সত্যের ধার্মিকতায় ও সাধুতায়
আল্লাহ্‌র সাদৃশ্যে সৃষ্টি করা হয়েছে।

নতুন জীবনের জন্য নিয়ম

২৫ অতএব তোমরা মিথ্যা ত্যাগ কর এবং
প্রত্যেকে নিজ নিজ প্রতিবেশীর সঙ্গে সত্য কথা
বলো; কারণ আমরা পরস্পর অঙ্গ প্রত্যঙ্গ।
২৬ তোমরা ক্রুদ্ধ হলে গুনাহ্‌ করো না; সূর্য অস্ত
যাবার আগেই তোমাদের ক্রুদ্ধ মন শান্ত হোক;
২৭ আর শয়তানকে কোন সুযোগ দিও না।
২৮ চোর আর চুরি না করুক, বরং নিজের হাতে

ইয়াকুব ১:৬।
[৪:১৬] কল ২:১৯; ১করি ১২:৭।
[৪:১৭] ইফি ২:২; রোমীয় ১:২১।
[৪:১৮] দ্বিঃবিঃ ২৯:৪; রোমীয় ১:২১।
[৪:১৯] কল ৩:৫; ১পিতর ৪:৩।
[৪:২২] ১পিতর ২:১; রোমীয় ৬:৬; ইয়ার ১৭:৯।
[৪:২৩] রোমীয় ১২:২; কল ৩:১০।
[৪:২৪] রোমীয় ১৩:১৪; ৬:৪।
[৪:২৫] জবুর ১৫:২; লেবীয় ১৯:১১।
[৪:২৬] জবুর ৪:৪; মথি ৫:২২।
[৪:২৭] ২করি ২:১০,১১।
[৪:২৮] প্রেরিত ২০:৩৫; ১থিষ ৪:১১; গালা ৬:১০।
[৪:২৯] মথি ১২:৩৬; ইফি ৫:৪।
[৪:৩০] ইশা ৬৩:১০; ১থিষ ৫:১৯।
[৪:৩১] ১পিতর ২:১।
[৪:৩২] কল ৩:১২,১৩।
[৫:১] লূক ৬:৩৬; ইউ ১:১২।
[৫:২] ইব ৭:২৭।
[৫:৩] ১করি ৬:১৮; কল ৩:৫।
[৫:৪] ইফি ৪:২৯।
[৫:৫] কল ৩:৫।
[৫:৬] মার্ক ১৩:৫।

সৎভাবে পরিশ্রম করুক, যেন দীনহীনকে দেবার
জন্য তার হাতে কিছু থাকে। ২৯ তোমাদের মুখ
থেকে কোন রকম খারাপ কথা বের না হোক,
কিন্তু প্রয়োজনে গেঁথে তুলবার জন্য ভাল কথা
বের হোক, যেন যারা শোনে তারা রহমত পায়।
৩০ আর যাঁর দ্বারা তোমাদের মুক্তির দিনের
অপেক্ষায় সীলমোহর করা হয়েছে আল্লাহ্‌র সেই
পাক-রূহ্‌কে দুঃখ দিও না। ৩১ সব রকম
তিক্ততা, রোষ, ক্রোধ, কলহ, নিন্দা এবং সব
রকম হিংসা তোমাদের থেকে দূর হোক।
৩২ তোমরা একে অন্যের প্রতি দয়ালু ও
উদারমনা হও, একে অন্যকে মাফ কর, যেমন
আল্লাহ্‌ও মসীহের মধ্য দিয়ে তোমাদের মাফ
করেছেন।

৫ ১ অতএব প্রিয় সন্তানের মত তোমরা
আল্লাহ্‌র অনুকারী হও। ২ আর মহব্বতে
চল, যেমন মসীহ্‌ তোমাদেরকে মহব্বত করলেন
এবং আমাদের জন্য আল্লাহ্‌র উদ্দেশে নৈবেদ্য ও
সৌরভযুক্ত কোরবানী হিসেবে নিজেকে
কোরবানী করলেন।

পুরানো জীবনের পথ পরিহার করা

৩ কিন্তু পতিতাগমন ও সব রকম নাপাকীতা বা
লোভের নামও যেন তোমাদের মধ্যে শোনা না
যায়; পবিত্র লোকদের পক্ষে এ সব উপযুক্ত নয়।
৪ আর কুৎসিত ব্যবহার এবং বোকামি ও
তামাশার কথাবার্তা যেন তোমাদের মধ্যে না হয়,
কিন্তু এর পরিবর্তে যেন শুকরিয়া দেওয়া হয়।
৫ কেননা তোমরা নিশ্চয় জেনো যে, পতিতাগামী
বা নাপাক বা লোভী, যাদের একরকম মূর্তিপূজক
বলা যায় তাদের কেউই মসীহের ও আল্লাহ্‌র
রাজ্যে অধিকার পায় না। ৬ অনর্থক কথা দ্বারা
কেউ যেন তোমাদের না ভুলায়; কেননা এসব
দোষের জন্য অবাধ্যতার সন্তানদের উপরে
আল্লাহ্‌র গজব নেমে আসে। ৭ অতএব তাদের

মধ্য দিয়ে সমাধান করতে হবে।

৪:১৭ অসার ভাবে চলে। অর্থাৎ, অনৈতিক ও বিবেকবর্জিত জীবন যাপন করে।

৪:১৮ অন্তরের অজ্ঞতা। তারা বুদ্ধিতে খাটো নয়, কিন্তু আল্লাহ্‌কে জানতে ও তাঁর প্রতি সম্মান ও আনুগত্য প্রকাশ করতে তারা ইচ্ছাকৃতভাবে প্রত্যাখ্যান করেছে।

৪:২৪ নতুন মানুষ। ঈসা মসীহ্‌ প্রত্যেক ঈমানদারের মধ্যে যে নতুন পবিত্র সত্তা সৃষ্টি করেন, তাকেই নতুন মানুষ বলা হয়েছে।

৪:২৬ ক্রুদ্ধ হলে গুনাহ্‌ করো না। ঈসায়ীদের কখনোই আবেগের বশবর্তী হয়ে পড়লে চলবে না। পৌল এখানে ন্যায়বিচারের ব্যর্থতা দ্বারা সৃষ্ট উত্তেজনাকে বোঝাচ্ছেন, যে পরিস্থিতিতে আমাদেরকে অবশ্যই ধৈর্য্য ধারণ করতে হবে।

৪:২৮ দীনহীনকে ... কিছু থাকে। ঈসায়ী ঈমানদারদের শুধুমাত্র গুনাহ্‌ থেকে বিরত থাকাই যথেষ্ট নয়। মসীহ্‌তে নতুন জন্মলাভের কারণে এখন তার মধ্যে প্রকাশিত হবে সামাজিক দায়বদ্ধতা এবং মমতৃবোধ।

৪:৩০ পাক-রূহ্‌কে দুঃখ দিও না। পাক-রূহ্‌, যিনি ঈমানদারদের জীবনে বাস করেন, তিনি একজন ব্যক্তি। একজন ঈমানদার যখন পাক-রূহের উপস্থিতি, তাঁর দান বা অনুগ্রহকে অবহেলা করে, কিংবা তাঁর পরিচালনা অগ্রাহ্য করে, তখন তিনি দুঃখ পান।

৫:১ প্রিয় সন্তানের মত। ঈসা মসীহ্‌, যিনি পিতা আল্লাহ্‌র অনুগত হয়ে গুনাহ্‌গার মানুষের জন্য তাঁর মহব্বত প্রদর্শন করেছেন এবং পিতার ইচ্ছায় ক্রুশে নিজ প্রাণ পর্যন্ত উৎসর্গ করেছেন। আমাদের জন্য ঈসা মসীহ্‌ মহব্বত ও বাধ্যতার যে নিদর্শন প্রকাশ করেছেন তা পিতার কাছে গ্রহণযোগ্য হওয়ার জন্য আমাদের পাথেয়স্বরূপ।

৫:৭ তাদের সঙ্গে যুক্ত হয়ো না। যদিও ঈসায়ীদেরকে অ-ঈসায়ীদের সাথে স্বাভাবিক সামাজিক সম্পর্ক বজায় রাখতে নিষেধ করা হয় নি, কিন্তু তাদেরকে যে কোন অ-ঈমানদারের গুনাহ্‌পূর্ণ জীবনধারায় অংশ নিতে নিষেধ করা হয়েছে।

BACIB International Bible CHURCH

সঙ্গে যুক্ত হয়ো না; ৮ কারণ তোমরা একসময়ে
অন্ধকার ছিলে, কিন্তু এখন প্রভুতে আলো হয়েছ;
আলোর সন্তানদের মত চল– ৯ কেননা যা কিছু
ভাল, ধর্মময় ও সত্য তার সমস্ত কিছুতে আলোর
ফল দেখা যায়। ১০ কিসে প্রভু প্রীত হন তা
জানতে চেষ্টা কর। ১১ আর অন্ধকারের ফলহীন
কর্মকাণ্ডে কোন অংশ নিও না, বরং সেগুলোর
দোষ দেখিয়ে দাও। ১২ কেননা এ সব লোকেরা
গোপনে যেসব কাজ করে তা উচ্চারণ করাও
লজ্জার বিষয়। ১৩ কিন্তু আলো দ্বারা দোষ দেখিয়ে
দেওয়া হলে পর সমস্তই প্রকাশ হয়ে পড়ে;
১৪ বস্তুত যা প্রকাশ হয়ে পড়ে তা সমস্তই
আলোময়। এজন্য পাক-কিতাবে লেখা আছে,
"হে ঘুমন্ত ব্যক্তি জেগে ওঠ এবং মৃতদের মধ্য
থেকে ওঠ, তাতে মসীহ্ তোমার উপরে আলো
দান করবেন।"
১৫ সেজন্য তোমরা কিভাবে চলছো সেই
বিষয়ে সাবধান হও; অজ্ঞানের মত না চলে
জ্ঞানবানের মত চল; ১৬ বর্তমান সুযোগের
সদ্ব্যবহার কর, কেননা এই কাল মন্দ। ১৭ এজন্য
নির্বোধ হয়ো না, কিন্তু প্রভুর ইচ্ছা কি তা বুঝে
নাও। ১৮ আর আঙ্গুর-রসে মাতাল হয়ো না,
কারণ তাতে উচ্ছৃঙ্খলতা থাকে; কিন্তু পাক-রূহে
পরিপূর্ণ হও; ১৯ জবুর শরীফের গজল, প্রশংসা-
সংগীত ও রূহানিক কাওয়ালীর মধ্য দিয়ে
পরস্পর আলাপ কর; নিজ নিজ অন্তঃকরণে
বাদ্যের ঝঙ্কারে প্রভুর উদ্দেশে সঙ্গীত কর; ২০ সব
সময় সব কিছুর জন্য আমাদের ঈসা মসীহের
নামে পিতা আল্লাহ্‌র শুকরিয়া কর; ২১ মসীহের
প্রতি ভক্তিপূর্ণ ভয়ে পরস্পরের প্রতি অনুগত
হও।

স্বামী-স্ত্রীর জন্য শিক্ষা

২২ তোমরা যারা স্ত্রী, তোমরা যেমন প্রভুর,
তেমনি নিজ নিজ স্বামীর অধীনতা স্বীকার কর।
২৩ কেননা স্বামী যেমন স্ত্রীর মাথা, মসীহ্‌ও তেমনি

[৫:৮] ইফি ২:২; ইউ ৮:১২।
[৫:৯] মথি ৭:১৬-২০; গালা ৫:২২; রোমীয় ১৫:১৪।
[৫:১০] ১তীম ৫:৪।
[৫:১১] ২করি ৬:১৪; রোমীয় ১৩:১২।
[৫:১৩] ইউ ৩:২০,২১।
[৫:১৪] ইশা ২৬:১৯; ৬০:১; মালাখি ৪:২।
[৫:১৬] কল ৪:৫; ইফি ৬:১৩।
[৫:১৭] ১থিষ ৪:৩।
[৫:১৮] লেবীয় ১০:৯; মেসাল ২০:১; ইশা ২৮:৭।
[৫:১৯] জবুর ২৭:৬।
[৫:২০] জবুর ৩৪:১; কল ৩:১৭; ইব ১৩:১৫।
[৫:২১] গালা ৫:১৩; ১পিতর ৫:৫।
[৫:২২] পয়দা ৩:১৬; ১করি ১৪:৩৪; কল ৩:১৮; ১তীম ২:১২।
[৫:২৫] কল ৩:১৯।
[৫:২৬] ইউ ১৭:১৯:১২; প্রেরিত ২২:১৬।
[৫:২৭] ২করি ৪:১৪; ইফি ১:৪।
[৫:৩০] রোমীয় ১২:৫; ১করি ১২:২৭।
[৫:৩১] পয়দা ২:২৪; মথি ১৯:৫; ১করি ৬:১৬।
[৬:১] মেসাল ৬:২০; কল ৩:২০।
[৬:৩] হিজ ২০:১২; দ্বিঃবিঃ ৫:১৬।
[৬:৪] কল ৩:২১; পয়দা

মণ্ডলীর মাথা– তাঁর দেহের নাজাতদাতা;
২৪ কিন্তু মণ্ডলী যেমন মসীহের বশীভূত, তেমনি
স্ত্রীরা সমস্ত বিষয়ে নিজ নিজ স্বামীর বশীভূতা
হোক। ২৫ তোমরা যারা স্বামী, তোমরা নিজ নিজ
স্ত্রীকে মহব্বত কর, যেমন মসীহ্‌ও মণ্ডলীকে
মহব্বত করলেন আর তার জন্য নিজেকে দান
করলেন; ২৬ যেন তিনি কালাম দ্বারা পানিতে
ধুয়ে তাকে পাক-পবিত্র করেন, ২৭ যেন তিনি
মহিমান্বিত অবস্থায় তাঁর নিজের কাছে মণ্ডলীকে
উপস্থিত করেন, যেন তার কলঙ্ক বা খুঁত বা এই
রকম কোন কিছু না থাকে, বরং সে যেন পবিত্র
ও অনিন্দনীয় হয়। ২৮ এভাবে স্বামীরাও নিজ
নিজ স্ত্রীকে নিজ নিজ দেহ বলে মহব্বত করতে
বাধ্য। নিজের স্ত্রীকে যে মহব্বত করে, সে
নিজেকেই মহব্বত করে। ২৯ কেউ তো কখনও
নিজের দেহের প্রতি ঘৃণা করে না, বরং সকলে
তার ভরণ-পোষণ ও লালন-পালন করে, যেমন
মসীহ্‌ও মণ্ডলীর প্রতি করছেন; ৩০ কেননা আমরা
তাঁর দেহের অংশ। ৩১ "এজন্য মানুষ তার পিতা
-মাতাকে ত্যাগ করে তার স্ত্রীতে আসক্ত হবে
এবং সেই দু'জন একাঙ্গ হবে।" ৩২ এই
নিগূঢ়তত্ত্ব মহৎ, কিন্তু আমি মসীহ্ ও মণ্ডলীর
উদ্দেশে এই কথা বললাম। ৩৩ যাহোক,
তোমরাও প্রত্যেকে নিজের মত করে নিজ নিজ
স্ত্রীকে মহব্বত কর; আর স্ত্রীরও উচিত যেন সে
স্বামীকে সম্মান করে।

ছেলেমেয়ে ও পিতা-মাতার জন্য শিক্ষা

৬ ১ তোমরা যারা সন্তান, তোমরা প্রভুতে
পিতা-মাতার বাধ্য হও, কেননা তা ন্যায্য।
২ "তোমার পিতা ও তোমার মাতাকে সমাদর
করো," – এটাই তো প্রথম হুকুম যার সঙ্গে
প্রতিজ্ঞা রয়েছে: ৩ "যেন তোমার মঙ্গল হয় এবং
তুমি দেশে দীর্ঘায়ু হও।"
৪ আর তোমরা যারা পিতা, তোমরা নিজ নিজ
সন্তানদের ক্ষুব্ধ করো না, বরং প্রভুর শাসনে ও

৫:৮ আলো হয়েছ। যারা আল্লাহ্‌র সন্তান হয়েছে, তারা দীপ্তি বা আলো, অর্থাৎ পবিত্র ও সত্য। তাদের কর্তব্য হচ্ছে যারা অন্ধকারে আছে তাদেরকেও আলোর পথে নিয়ে আসা।

৫:১১ অন্ধকারের ফলহীন কর্মকাণ্ড। অনৈতিক, অধার্মিক ও অসাধু কার্যকলাপ, যা থেকে ঈমানদারদের সব সময় দূরে থাকতে হবে।

৫:১৮ আঙ্গুর-রসে মাতাল হয়ো না। অর্থাৎ মাংসিক অভিলাষে ও অপবিত্রতায় নিমজ্জিত হওয়া। পাক-রূহের পরিপূর্ণতা লাভ নির্ভর করবে ঈমানদার তার পবিত্রতা ধরে রাখার জন্য আল্লাহ্‌র দেওয়া অনুগ্রহ কীভাবে ব্যবহার করছে তার উপর।

৫:১৯ প্রভুর উদ্দেশে সঙ্গীত। মণ্ডলীতে, যে কোন গৃহে, ঈসায়ীদের সমাবেশে বা ব্যক্তিগতভাবে নিয়মিত ঈসায়ী সঙ্গীত করা বাঞ্ছনীয়। প্রভুর উদ্দেশে গান করার মধ্য দিয়ে তাঁর প্রতি অপরিসীম শ্রদ্ধা ও তাঁর গৌরব মহিমা প্রকাশ পায়।

৫:২১ পরস্পরের প্রতি অনুগত হও। একটি অন্যতম ঈসায়ী নীতি। এর অর্থ অপরের অধীন হওয়া নয়, বরং প্রত্যেক ঈসায়ীর সাথে সৌহার্দ্যপূর্ণ মনোভাব ও পারস্পরিক সুসম্পর্ক স্থাপনের মধ্য দিয়ে অন্তরে পাক-রূহের পূর্ণতা লাভ করা।

৫:২২ স্বামীর অধীনতা স্বীকার কর। আল্লাহ্ প্রত্যেক স্ত্রীকে এই মহান দায়িত্ব দিয়েছেন। এই অধীনতার মাঝে প্রকাশ পায় স্বামীর প্রতি তার ভালবাসা, কর্তব্যবোধ, সহমর্মিতা ও শ্রদ্ধা।

৫:২৩ স্বামী স্ত্রীর মাথা। আল্লাহ্ পরিবারকে সমাজের সবচেয়ে যথার্থ একক হিসেবে প্রতিষ্ঠিত করেছেন এবং প্রত্যেক স্বামীকে যার যার পরিবারের নেতৃত্ব দান করেছেন। মসীহ্ যেমন তাঁর মণ্ডলীর উপরে কর্তৃত্ব করেন, তেমনি স্বামী তার স্ত্রীর উপরে তথা পরিবারের উপরে কর্তৃত্ব করবেন।

৫:২৬ যেন ... পাক-পবিত্র করেন। এই উক্তির মূল অর্থ হচ্ছে, আল্লাহ্‌র উদ্দেশে ঈমানদারের জীবনকে পরিপূর্ণভাবে সমর্পণ করা, যেন আল্লাহ্ তাকে এক নতুন জীবন দেন এবং তাঁর নিজের সাথে একাত্ম হওয়ার জন্য তাকে পাক-পবিত্র করেন।

৬:৪ সন্তানদের ক্ষুব্ধ করো না। পিতামাতার উচিত সন্তানদেরকে অযথা শাসনে অতিষ্ট না করে তাদের বয়স ও

চেতনা প্রদানে তাদেরকে মানুষ করে তোল।

গোলাম ও মালিকের জন্য শিক্ষা

৫ তোমরা যারা গোলাম, তোমরা যেমন
মসীহের বাধ্য, তেমনি আন্তরিকতার সঙ্গে সভয়ে
ও কম্পিত হৃদয়ে এই দুনিয়ার মালিকদের বাধ্য
হও; ৬ যখন মালিকদের চোখের সম্মুখে আছ মাত্র
তখন নয়, এমন কি, তাদের তুষ্ট করার জন্যও
নয়, বরং মসীহের গোলামের মত প্রাণের সঙ্গে
আল্লাহ্‌র ইচ্ছা পালন করছো বলে তা করো।
৭ তোমরা মানুষের সেবা বলে নয়, বরং প্রভুরই
সেবা করছো বলে সন্তুষ্ট মনে গোলামীর কাজ
কর; ৮ জেনে রাখ, কোন সৎকর্ম করলে প্রত্যেক
ব্যক্তি, সে গোলাম হোক বা স্বাধীন হোক, প্রভুর
কাছ থেকে তার ফল পাবে।

৯ আর তোমরা যারা মালিক, তোমরা তাদের
প্রতি তেমনি ব্যবহার কর, ভর্ৎসনা ত্যাগ কর
এবং জেনে রাখ, তাদের এবং তোমাদেরও প্রভু
বেহেশতে আছেন, আর তিনি কারো মুখাপেক্ষা
করেন না।

ধর্ম-যুদ্ধের সাজ-পোশাক ও অস্ত্রশস্ত্র

১০ শেষ কথা এই, তোমরা প্রভুতে ও তাঁর
শক্তির পরাক্রমে বলবান হও। ১১ আল্লাহ্‌র সমস্ত
যুদ্ধের সাজ-পোশাক পর যেন শয়তানের নানা
রকম চাতুরীর সম্মুখে দাঁড়াতে পার। ১২ কেননা
রক্তমাংসের সঙ্গে নয়, কিন্তু আধিপত্য সকলের
সঙ্গে, কর্তৃত্ব সকলের সঙ্গে, এই অন্ধকারের
দুনিয়ার অধিপতিদের সঙ্গে, আসমানের গুনাহ্‌গার
রূহ্‌দের সঙ্গে আমাদের মল্লযুদ্ধ হচ্ছে। ১৩ এজন্য
তোমরা আল্লাহ্‌র সমস্ত যুদ্ধের সাজ-পোশাক
গ্রহণ কর, যেন সেই অধর্মের দিনের প্রতিরোধ
করতে এবং সকলই সম্পন্ন করে দাঁড়িয়ে থাকতে

১৮:১৯; দ্বিঃবিঃ ৬:৭; মেসাল ১৩:১৪; ২২:৬।
[৬:৫] ১তীম ৬:১; তীত ২:৯; ১পিতর ২:১৮; কল ৩:২২; ইফি ৫:২২।
[৬:৬] রোমীয় ৬:২২।
[৬:৭] কল ৩:২৩।
[৬:৮] মথি ১৬:২৭; কল ৩:২৪।
[৬:৯] আইয়ুব ৩১:১৩,১৪।
[৬:১০] ২শামু ১০:১২; জবুর ২৭:১৪;।
[৬:১১] রোমীয় ১৩:১২; ১থিষ ৫:৮।
[৬:১২] ইব ২:১৪; ইফি ১:৩,২১।
[৬:১৩] ২করি ৬:৭।
[৬:১৪] ইশা ১১:৫।
[৬:১৫] ইশা ৫২:৭।
[৬:১৬] ১ইউ ৫:৪; মথি ৫:৩৭।
[৬:১৭] ইশা ৫৯:১৭।
[৬:১৮] ফিলি ১:৪; ৪:৬; কল ১:৩।
[৬:১৯] ১থিষ ৫:২৫; প্রেরিত ৪:২৯; রোমীয় ১৬:২৫।
[৬:২০] ২করি ৫:২০; প্রেরিত ২১:৩৩।
[৬:২১] প্রেরিত ২০:৪।
[৬:২২] কল ৪:৭-৯; কল ২:২; ৪:৮।
[৬:২৩] গালা ৬:১৬; ২থিষ ৩:১৬; ১পিতর ৫:১৪।

পার। ১৪ অতএব সত্যের কোমরবন্ধনী কোমরে
বেঁধে, ধার্মিকতার বুকপাটা পরে, ১৫ এবং শান্তির
ইঞ্জিল তবলিগের জন্য পায়ে জুতা পরে দাঁড়িয়ে
থাক; ১৬ এসব ছাড়া ঈমানের ঢালও গ্রহণ কর,
যার দ্বারা তোমরা সেই শয়তানের সমস্ত জ্বলন্ত
তীর নিভিয়ে ফেলতে পারবে; ১৭ এবং নাজাতের
শিরস্ত্রাণ ও পাক-রূহের তলোয়ার, অর্থাৎ
আল্লাহ্‌র কালাম গ্রহণ কর। ১৮ সব রকম
মুনাজাত ও ফরিয়াদ সহকারে পাক-রূহের দ্বারা
চালিত হয়ে সব সময়ে মুনাজাত কর। এজন্য
সম্পূর্ণ সজাগ থাক ও সমস্ত পবিত্র লোকের জন্য
ফরিয়াদ সহকারে মিনতি কর। ১৯ আমার জন্যও
মুনাজাত কর যেন মুখ খুলবার উপযুক্ত বক্তৃতা
আমাকে দেওয়া হয়, যাতে আমি সাহসপূর্বক
সেই ইঞ্জিলের নিগূঢ়তত্ত্ব জানাতে পারি, ২০ যার
জন্য আমি শিকলে বাঁধা পড়েও রাজদূতের কাজ
করছি; যেমন কথা বলা আমার উচিত, তেমনি
যেন সেই বিষয়ে সাহস দেখাতে পারি।

শেষ কথা ও দোয়া

২১ আর আমি কেমন আছি ও কি কি কাজ করছি
তা যেন তোমরাও জানতে পার তা তুখিক, যিনি
প্রভুতে প্রিয় ভাই ও বিশ্বস্ত পরিচারক, তিনি
তোমাদের সকলই জানাবেন। ২২ আমি তাঁকে
তোমাদের কাছে সেজন্যই পাঠালাম যেন তোমরা
আমাদের সমস্ত সংবাদ জানতে পার এবং তিনি
যেন তোমাদের অন্তরে উৎসাহ দেন।
২৩ পিতা আল্লাহ্‌ এবং প্রভু ঈসা মসীহ্‌ থেকে
শান্তি এবং ঈমানের সঙ্গে মহব্বত ভাইদের প্রতি
বর্ষিত হোক। ২৪ আমাদের প্রভু ঈসা মসীহ্‌কে
যারা অক্ষয়ভাবে মহব্বত করে, তাদের সকলের
প্রতি রহমত সহবর্তী হোক।

অধিকার অনুসারে বিভিন্ন কাজে তাদেরকে নিবদ্ধ হতে দেওয়া, যেন তারা মানসিকভাবে সবল হয়।

৬:১১ চাতুরীর সম্মুখে। ঈসায়ী ঈমানদার আল্লাহ্‌র সৈনিক হিসেবে তাঁর ও শয়তানের মধ্যবর্তী স্থানে অবস্থান করে। শয়তান ঈসায়ীদেরকে বিপথে নেওয়ার জন্য নানা ছল-চাতুরি ও প্রলোভনের আশ্রয় নেয়। তাই তাকে পাক-রূহের শক্তিতে বলীয়ান হয়ে প্রস্তুত হতে হবে।

৬:১২ রক্তমাংসের সঙ্গে নয়। ঈসায়ীদের যুদ্ধ এই দুনিয়ার কোন মানুষের সঙ্গে নয়, বরং রূহানিক দুনিয়ার বাদশাহ্‌ শয়তান ও তার বাহিনীর সঙ্গে, যারা প্রতিনিয়ত রূহানিক রাজ্যে হানা দিয়ে ধার্মিকদের মধ্যে বিরোধ সৃষ্টি এবং আল্লাহ্‌র রাজ্যে ভাঙ্গন ধরানোর চেষ্টা চালায়।

৬:১৩ দাঁড়িয়ে থাকতে পার। মণ্ডলীর বিরুদ্ধে অপশক্তি যখন মাথাচাড়া দিয়ে উঠবে, সে সময় আমাদেরকে প্রবল শক্তিতে এই আক্রমণ প্রতিহত করে পবিত্রতায় অটল থাকতে হবে, যেন আমরা ঈমানে ও পাক-রূহে বিজয় লাভ করতে পারি।

৬:১৬ জ্বলন্ত তীর নিভিয়ে ফেলতে পারবে। রূহানিক যুদ্ধে জয়লাভের জন্য ঈমানই আমাদের একমাত্র অস্ত্র, যা ঈসা মসীহের পুনরুত্থানের মধ্য দিয়ে ইতোমধ্যে সমস্ত মন্দ শক্তির উপরে মহিমান্বিত হয়েছে।

৬:১৭ পাক-রূহের তলোয়ার। স্মরণ করিয়ে দেয়া হচ্ছে যে, এই যুদ্ধটি রূহানিক এবং অবশ্যই আল্লাহ্‌ ও পাক-রূহের শক্তিতে এই যুদ্ধে অংশ নিতে হবে।

৬:২১ তুখিক। পৌলের একজন সহযোগী, যিনি তাঁর প্রতিনিধি হিসেবে এশিয়ার বিভিন্ন মণ্ডলীতে ভ্রমণ করে সংবাদ সংগ্রহ করেছিলেন।

৬:২২ তিনি যেন তোমাদের অন্তরে উৎসাহ দেন। ঈসায়ীদের পরস্পরকে উৎসাহ দেওয়ার বিষয়টি পৌলের কাছে একটা বড় বিষয় ছিল (রোমীয় ১:১১-১২; ১২:৮; ১ করিন্থীয় ১৪:৩১; ২ করিন্থীয় ২:৭; ৭:৭; ফিলিপীয় ২:১৯; ১ থিষলনীকীয় ২:১২; ৩:৭ এবং ৫:১১,১৪ আয়াত দেখুন)।

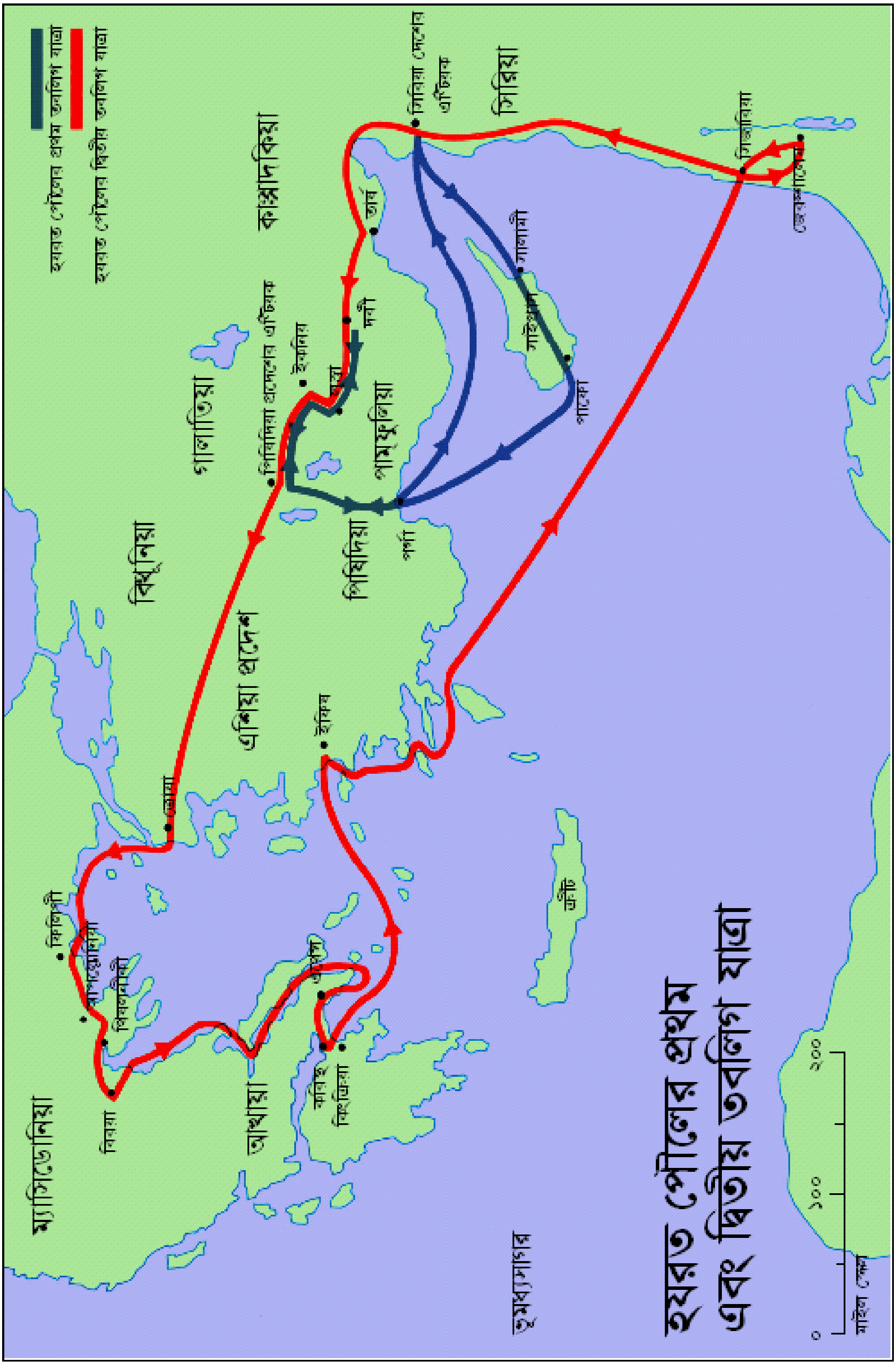
হযরত পৌলের প্রথম এবং দ্বিতীয় তবলিগ যাত্রা
হযরত পৌলের প্রথম তবলিগ যাত্রা
হযরত পৌলের দ্বিতীয় তবলিগ যাত্রা
ম্যাসিডোনিয়া
আখায়া
এশিয়া প্রদেশ
বিথুনিয়া
গালাতিয়া
কাপ্পাদকিয়া
সিরিয়া
পাম্ফুলিয়া
পিষিদিয়া
ভূমধ্যসাগর
ক্রীট
পর্গা
তার্ষ
সালামী
পাফো
ইফিষ
ত্রোয়া
ফিলিপী
বিরয়া
করিন্থ
এথেন্স
জেরুজালেম
সিজারিয়া